ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
ইইএফ ডিভিশন

ইইএফ (আইসিটি) তহবিল ব্যবহার নীতিমালা

লক্ষ্য (Goal)ঃ বর্তমান বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) যুগ। বাংলাদেশ ICT খাতের প্রসার, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি খাতের সাথে সম্পৃক্তকরণ ও বিশ্ব তথ্য প্রবাহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য।

উদ্যেশ্য (Mission)ঃ তথ্য ও যোগাযোগের খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আইসিটি খাতকে অগ্রাধিকার (Thrust) সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের শিক্ষিত ও কর্মক্ষম যুবক শ্রেনীর কর্মসংস্থান তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও এর লক্ষ্য। এ খাতের প্রকল্প সমূহ অর্থায়নের জন্য Equity Entrepreneurship Fund (EEF) বাবদ পর্যাপ্ত পরিমান বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। এছাড়াও আইসিটি খাতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং রপ্তানী বাজারে (Export Linkage) প্রবেশের জন্য পেশাগত দক্ষতা রয়েছে কিন্তু মূলধন স্বল্পতার কারণে প্রকল্প গ্রহণে সক্ষমতা নেই, এ ধরনের প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এই নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২। **সংজ্ঞা (Definition) ঃ**

২.১। ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্প’ বলতে সেই সব প্রকল্প বুঝাবে যেখানে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরন, ব্যবহার, আদান-প্রদান অথবা সেবা প্রদান করা হয়। তবে ব্রডকাস্টিং প্রকল্প (যেমন-নাটক, টকশো, ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম ইত্যাদি প্রকল্প) অথবা বাণিজ্যিক ভিডিও প্রোডাকশন- প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত হবে না।

২.২। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত বলতে সে সমস্ত খাতকে বুঝাবে যে সমস্ত শিল্প/প্রযুক্তি খাত দেশের শিল্প ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি সহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.৩। ‘ইক্যুইটি’ বলতে প্রকল্পে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলকে বুঝাবে যার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

২.৪। ‘পুরাতন কোম্পানী’ বলতে দেশীয় আইসিটি (ICT) ব্যবসায় কমপক্ষে ৩(তিন) বছর যাবৎ ব্যবসারত কোম্পানীকে বুঝাবে (কল সেন্টারের জন্য ১(এক) বছর) ।

৩। **উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের (আবেদনকারী) আবশ্যকীয় যোগ্যতাঃ**

৩.১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য ইইএফ তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, আদান-প্রদান অথবা সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিবেচনা কর হবে। তবে ব্রডকাস্টিং (টিভি, নাটক, টক শো, ম্যাগাজিন/বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি) কার্যক্রম ইইএফ সহায়তার অন্তর্ভূক্ত হবে না।

৩.২। ইইএফ এর জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দেশের আইসিটি শিল্পে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (আবেদন করার তারিখ থেকে পূর্ববর্তী ৩ বছর, কিন্তু কল সেন্টারের জন্য ১(এক) বছর) ।

৩.৩। সফটওয়্যার তৈরী/আইটিইএস সেবা প্রদান সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত পুরাতন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে আধুনিকায়ন ও কারিগরী মান উন্নয়নের জন্য তহবিল প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে।

৩.৪। ইইএফ এর আওতায় তহবিল প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘কোম্পানী আইন ১৯৯৪’ এর আওতায় নিবন্ধিত একটি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী হতে হবে।

চলমান পাতা-২

৩.৫। উক্ত কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হবেন বাংলাদেশী নাগরিক।

৩.৬। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানীকারক হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে। অর্থাৎ ইআরসি গ্রহণ করতে হবে।

৩.৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh Association of Software and information service (BASIS) / Bangladesh Computer Samity (BCS) / Internet Service Provider (ISP) এর সদস্য হতে হবে এবং আবেদনপত্রের সাথে সদস্যের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৩.৮। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা পরিচালকদের অন্ততঃ ৩০% এর কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ডিগ্রি/স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা থাকতে হবে অথবা কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট খাতে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কারিগরী যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উদ্যোক্তাগণকে প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৩.৯। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মোট প্রকল্প ব্যয় (নীট চলতি মূলধন সহ) আইসিটি শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০.০০(লক্ষ) টাকা হতে হবে। প্রকল্প ব্যয় ৫.০০(পাঁচ) কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রচলিত ঋণ মূলধন অনুপাতে অনুসরণ করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে মেয়াদী ঋণ গ্রহণ কারী প্রকল্পে ইক্যুইটির ৪৯% অথবা প্রকৃত ব্যয়ের ৩৩.৩৩% এর মধ্যে যেটি কম তা ইইএফ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা যাবে।

৩.১০। উদ্যোক্তা/কোম্পানীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ICT এর উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নসহ উৎপাদিত Product বাজারজাতকরণে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

৩.১১। প্রতিষ্ঠানে কারিগরী যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবলের সংখ্যা ন্যূনতম ১০ জন হতে হবে। এরূপ কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের মধ্যে ন্যূনতম ৩০% এর কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ডিগ্রি/স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অথবা তথ্য প্রযুক্তি খাতে ন্যূনতম ০৫ বছরের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কারিগরী যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল সমূহের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দলিলপত্রে/প্রত্যয়ন পত্রের সত্যায়িত কপি ও জীবন বৃত্তান্ত আবেদন পত্রের সাথে পেশ করতে হবে ।

৩.১২। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কারিগরী অবকাঠামো (Computer, Printer, UPS, IPS, Generator, LAN, Website) ইত্যাদি থাকতে হবে।

৩.১৩। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মূল্যায়নে যে সকল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে কারিগরী, আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক হবে মর্মে প্রতিপন্ন হবে সে সকল প্রতিষ্ঠান তহবিল প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

৩.১৪। বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে হিসাব পরিচালনায় উদ্যোক্তাগণের আর্থিক লেনদেনের সক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রত্যয়ন পত্র সংযোজন করতে হবে।

৩.১৫। কোন ঋণ খেলাপী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) এর জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

৩.১৬। প্রকল্পটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত দিক থেকে Viable হতে হবে ।

৩.১৭। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ সমূহের শর্তাবলী এবং সরকারী নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে অনিবাসী (NRB) বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৩.১৮। প্রকল্পটির ন্যূনতম IRR (Internal Rate of Return)-১৫%, Return on Equity (ROE) -১৫% এবং SWOT analysis ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানের হতে হবে।

৪। <u>প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে দাখিলযোগ্য দলিলাদি ঃ</u>

৪.১। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩-এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ কাগজপত্র / দলিলাদি এবং আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদের ফটোকপিসহ জমা দিতে হবে।

৪.২। অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র কোন অবস্থাতেই সমমূলধন উদ্যোগ তহবিল (ইইএফ) এর জন্য প্রক্রিয়াকরণে বিবেচনা করা যাবে না।